ভালো কাজ,
ধারাবাহিকতা এবং এগিয়ে চলা

পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করা

Canada

International Labour Organization

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণনর কারণে অর্থনৈতিক বিকাশ ও কর্মসংস্থান বাধার মুখে পড়লেও আইএলও-এর রিপোর্ট বলছে, আরও বেশি গ্রিন ইকোনমি বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির দিকে রূপান্তর ঘটাতে পারলে আগামী দুই দশকে বিশ্বজুড়ে দেড় থেকে ছয় কোটি পর্যন্ত চাকুরির সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং এর ফলে কোটি কোটি শ্রমিক দারিদ্র্য থেকে রক্ষা পাবে। ভালো চাকুরির মধ্যে গ্রিন জব বা পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থানগুলো একটি বাড়তি উপাদান তৈরি করে, যার মাধ্যমে পণ্য তৈরি হয়, সেবা প্রদান করা হয় বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শক্তি ও সম্পদের ব্যবহারে ফলপ্রসূতা বেড়ে যায়। কমে দূষণের পরিমাণও। গতানুগতিক খাত যেমন উৎপাদন, নির্মাণ, কৃষি-খাদ্য ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ খাতেও পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থান আছে বা সুযোগ তৈরি করা যায়, আবার নতুন খাত যেমন নবায়নযোগ্য শক্তি ও শক্তির ফলপ্রসূতার বিষয়েও এ ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়। পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থান নিয়ে প্রচারণার মূল লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থান ও পরিবেশ নীতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং সেগুলোকে টেকসই উন্নয়নের আরও কাছে নিয়ে যাওয়া। পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থানগুলো পরিবেশের উপর প্রতিষ্ঠান ও অর্থিনৈতিক খাতগুলোর প্রভাব কমিয়ে এনে শেষ পর্যন্ত টেকসই পর্যায়ে নিয়ে আসে, আবার শোভন চাকরির শর্তও পূরণ করে। পরিবেশ পারফরম্যান্স ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৩ এবং জলবায়ু পরির্তনের কারণে পরিবেশগতভাবে হুমকির মুখে থাকা বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এ কারণে সবুজ অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থান ভালো কৌশল হতে পারে।

সম্ভাব্য বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব কর্মসংস্থান, চারটি খাতের ভবিষ্যৎ গতিধারা, প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডার ও পরিবেশ নীতি সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০০৮ সালে আইএলও বাংলাদেশে অনেকগুলো জরিপ পরিচালনা করে। এ খাতগুলো ছিল নির্মাণকাজ, নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও বনবিদ্যা। এছাড়াও আলোচনা ও সচেতনতার উদ্দেশ্যে আইএলও-এর সদস্যদের নিয়ে অনেকগুলো সহায়তামূলক কর্মশালা পরিচালনা করে। এই পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে পরিবেশ, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে জানার সুযোগ তৈরি হয়। গত দশ বছরের অগ্রগতি পরিমাপ করতে ২০১৭ সালে একটি গবেষণা চালিয়ে আইএলও বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আবারও কাজ করে। আর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতির দিকে রূপান্তরের বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হয়েছিল।

এই প্রকাশনায় যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে কানাডা থেকে প্রাপ্ত তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত আইএলও-এর B-SEP প্রকল্পের আওতায় নেওয়া পদক্ষেপ, কীভাবে এই পদক্ষেপগুলোকে আরও প্রসারিত করা যায় এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

B-SEP কী করেছে

দক্ষতা ও উদ্যোগের উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নতুন উদ্যোগের পেছনে বিনিয়োগ ও মার্কেটের সাথে সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান তৈরি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইএলও এর B-SEP প্রকল্প তিনটি স্থানীয় অংশীদারের (প্র্যাকটিকেল অ্যাকশন, সুশীলন ও অ্যাক্সেস বাংলাদেশ) সাথে কাজ করেছে। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী যেমন প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সব মিলিয়ে ছয়টি পেশার **৫৮০** জন পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তাকে সহায়তা দেওয়া হয়। **পেশাগুলো হলো বর্জ্য সংগ্রহ ও পৃথকীকরণ, জৈব সার উৎপাদন, অজৈব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মাশরুম উৎপাদন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন (জৈব বীজসহ), ও ইকো-ট্যুরিজম।**

এ প্রকল্পে সহায়তামূলক বা দলগত উদ্যোগ, অনানুষ্ঠানিক পেশার আনুষ্ঠানিকীকরণ ও ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্টকে উৎসাহিত করা হয়। প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বলছে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য পরিবেশবাদী এনজিওগুলো সহ প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে পাঁচটি পেশার জন্য দক্ষতার মাপকাঠি (Competancy Standard) তৈরিতে প্রকল্পের অংশীদাররা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে সহায়তা করেছিল। পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের প্রচারণার জন্যে দক্ষতার এই মাপকাঠিগুলো ব্যবহার করার জন্যে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা হয়। প্রকল্পের অংশীদাররাও অনেকগুলো কর্মশালা ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে পেশার চাহিদার ব্যাপারে প্রচারণা চালান। যেমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে পৌরসভাসমূহের সাথে; মাশরুম ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে কৃষি-খাদ্য প্রতিষ্ঠান ও খুচরা দোকানের সাথে এবং ইকো-ট্যুরিজমের বিকাশের জন্যে আতিথ্য খাতে (Tourism and Hospitality) যোগাযোগ করা হয়।

উদ্যোক্তাদের অনানুষ্ঠানিক পেশাকে আনুষ্ঠানিক করতে এই প্রকল্পে অংশীদারদের নির্দেশনা দেওয়া হয় যাতে সংস্থাসমূহকে নিবন্ধিত হতে, ট্রেড লাইসেন্স পেতে, সংস্থার জন্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে ও সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরিতে সহায়তা করা হয়। পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা, ২০১১ বিষয়ে আইএলও-এর বৈশ্বিক প্রতিবেদন আপডেট করার জন্যে নেওয়া বৈশ্বিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশে গ্রীণ জবসের নীতিমালা, ইনস্টিটিউট ও সুযোগ যাচাই করার জন্যে একটি জরিপের ব্যবস্থা করে।

B-SEP প্রকল্পে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের প্রসারের জন্যে পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিম্নের পেশাগুলোতে পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে:				
পেশা	উদ্যোক্তার সংখ্যা			সমিতি
	পুরুষ	মহিলা	মোট	
বর্জ্য সংগ্রহ ও পৃথকীকরণ, জৈব সার উৎপাদন, অজৈব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১৭০	১৩০	৩০০	১৬
মাশরুম উৎপাদন	৭০	১৮০	২৫০	১০
ইকো-ট্যুরিজম	২৭	৩	৩০	২

B-SEP প্রকল্পে খাদ্য উৎপাদনের ভ্যালু চেইনকে পরিবেশবান্ধব করার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপজাত হিসেবে জৈব সার উৎপাদন ও কঠিন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্যে বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার উপায়গুলোকে শক্তিশালী করার জন্যে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের সাহায্যও করা হয়। এর ফলে তারা কঠিন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা উৎপাদিত জৈব সার নিরাপদ খাদ্য ও বীজ প্রস্তুকারীদের নিকট বিক্রি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই পেশাগুলোতে ১৬টি সংস্থার মাধ্যমে ৩০০ জন উদ্যোক্তা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুক্ত আছেন।

শিক্ষার্থীদেরকে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বিষয়ক দক্ষতা অর্জন ও তাদেরকে ব্যবসা সহায়তামূলক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার উপায়গুলোও দেখিয়েছে। প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত স্টার্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ ইয়োর বিজনেস (SIYB) ফোরামকে আইএলও-এর ব্যবসার শুরু ও উন্নতি বিষয়ক গ্রিন মডিউলে'র মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয় এবং এ পদক্ষেপের প্রসার ও স্থায়িত্বের ব্যাপারে সহায়তা হিসেবে আইএলও-এর পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের প্রচারণা চালানো অংশীদারদের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতির পুনঃপ্রয়োগ

বাংলাদেশে আইএলও-এর গ্রিন জব বা পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান পদক্ষেপ থেকে দেখা গেছে, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোগ ও কিছু কিছু খাতে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখা যায়। যে পদক্ষেপগুলো নেওয়ার মাধ্যমে সরকার, বেসরকারি খাত ও উদ্যোক্তারা এই পদ্ধতির পুনঃপ্রয়োগ করতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে:

- বনবিদ্যা, কৃষি ও কৃষি-খাদ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য শক্তি, পানি সম্পদ, নির্মাণ ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন খাতের ভ্যালু চেইন-এ দক্ষতা ও শিল্পোদ্যোগের উন্নতি ঘটাতে সবুজ পেশাগুলো খুঁজে বের করা। আইএলও-এর 'নো ইয়োর বিজনেস' মডিউলের মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধা ও স্থানীয় বাজারের সম্ভাবনার ভিত্তিতে গুরুত্বের ক্রমানুসার তৈরি করা।
- প্রাসঙ্গিক দক্ষতা ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন (স্টার্ট ইয়োর বিজনেস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দলগত শিল্পোদ্যোগ বা ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সংস্থা তৈরির সম্ভাবনা পরিমাপ এবং তাদের কাঠামো ও পরিচালনা শক্তিশালী করতে সাহায্য করা।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বা অংশীদারদের মাধ্যমে সবুজ পেশা বিষয়ক দক্ষতার প্রশিক্ষণ অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে নতুন পরিবেশবান্ধব পেশাগুলোর জন্যে যোগ্যতার মাপকাঠি তৈরি করা যেতে পারে।
- উদ্যোক্তাদেরকে পরিবেশবান্ধব পেশার সাথে পরিচিত করার জন্যে বাজারের সাথে সম্পর্ক বা ব্যবসার নমুনা তৈরি করা।
- পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তাদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে অনুসন্ধান করা।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় উন্নতি বিষয়ক সহায়তা সেবা খুঁজে বের করা।
- পণ্যের প্রচার চালানো ও উচ্চতর ভ্যালু চেইনের সাথে বাজারের সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া।
- সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার উচিৎ হবে পৌরসভা বা স্থানীয় সরকারের কাছে বিদ্যমান বা সফল প্রকল্পের নমুনা প্রচার করা। যেমন B-SEP প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি অন্যান্য জেলাগুলোতেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
- পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি বা ব্যবসা করার জন্যে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তা করা।

এ বিষয়ে কী করণীয়

পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটাতে ও দক্ষতার সাথে শিল্পোদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে সবুজ পেশা পদ্ধতিতে দারুণ সম্ভাবনা দেখা গেলেও নমুনাটির প্রসার ঘটাতে হলে এখনও অনেকগুলো বাধার মোকাবেলা করতে হবে। এগুলো হলো:

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের (MSME) মাধ্যমে সবুজ শিল্পোদ্যোগের প্রচারণা চালাতে কার্যকর নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।	পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ রাখতে হবে।	যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে তার আলোকে মূল্য নির্ধারণের চিন্তা করতে হবে (নিম্ন-মূল্য/বিনামূল্যের সেবা)।
ব্যবসার ক্ষেত্র দেখাতে হবে, কীভাবে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবসাকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলে, গ্রাহকদের আকর্ষণ করে ও বেসরকারি খাতকে লাভজনক করে।	দক্ষতার শূন্যতা পূরণে সক্ষমতা তৈরি ও প্রশিক্ষণের আকারে MSME এর জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে।	সামাজিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পরিবেশবান্ধব চাকুরির সম্ভাবনা বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
নিম্ন বা অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা ও পরিবেশগত হুমকির অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপে দক্ষতার অভাব নিয়ে ভাবতে হবে।	নতুন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অন্যান্য অপরীক্ষিত বিনিয়োগের বিষয়গুলো সমাধান করতে হবে।	যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্রেডিট রেকর্ড শূন্য বা অল্প, তাদেরকে পরিবেশবান্ধব ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ লেনদেনগত খরচ কমিয়ে আনতে হবে।

অজৈব বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট 'গ্রীণ জবস'

অজৈব বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব কর্মসংস্থান তৈরি জঞ্জালের ব্যবসা একটি পুরানো পেশা। এই পেশায় জড়িত ভাঙ্গারিওয়ালাদেরকে কখনোই উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আইএলও-এর B-SEP প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বর্জ্যের পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিরাপদ খাদ্যের জন্যে কাজ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের দিক নির্দেশনার মাধ্যমে অংশীদারদের বলা হয় এ পেশায় জড়িতদের (ভাঙ্গারিওয়ালা ও সংশিষ্ট অন্যান্যদেরকে) সমবায় সংস্থায় নিবন্ধন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ট্রেড লাইসেন্স করার ব্যাপারে সহায়তা দিতে ।

ব্যতিক্রমী এই মানুষগুলো তাদের প্রথাগত দক্ষতা ব্যবহার করেন এবং তারা সাধারণত প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও ব্যবসার উন্নতি বিষয়ক সহায়তা সেবাগুলোর নাগাল পান না। তাদের ব্যবসার কোন স্বীকৃতিও নেই। স্থানীয় কতৃপক্ষও তাদের স্বীকৃতি দেয় না। এমনকি অনেক সময় প্রতিবেশী বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনির হাতে হেনস্থাও হতে হয় তাদের।

ফরিদপুরের কানাইপুরের ভাঙ্গারিওয়ালারা ভাঙ্গারি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি গড়েছেন ও ব্যবসার উন্নতি ও পণ্য পরিমাপের প্রাথমিক সহায়তার ওপর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাদের আয় বেড়েছে এবং তাদের নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে তারা ৬০,০০০ টাকা জমাতে পেরেছেন। এ সংস্থার সদস্যরা এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও বেশি জিনিস পরিবহনের জন্যে একটি মিনি - ট্রাক কেনার কথা ভাবছেন। অজৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বর্তমানে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

ভাঙ্গারিওয়ালারা এখন নিজেদের এলাকায় নিরাপদ উপায়ে অজৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে বেশ সম্মান পাচ্ছেন। এছাড়াও বর্জ্য বিশেষক ও সংগ্রাহকদের কাছে জঞ্জাল বিক্রি করেও তারা বেশি মূল্য পাচ্ছে। বর্তমানে তারা সম্মানের সাথে জীবন-যাপন করছে।

অজৈব বর্জ্য, বিশেষ করে প্লাস্টিকের পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেটজাতকরণ ব্যবসার প্রসার খুব দ্রুত হচ্ছে। এতে বহু শ্রমিক, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা (ভাঙ্গারিওয়ালা) নিয়োজিত আছেন। ব্যবহৃত পণ্য সংগ্রহ, মান যাচাই, সংকোচন, মজুদ, পরিবহন, পরিষ্কার, প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন করে থাকে তারা।

ILO Country Office for Bangladesh
Block-F, Plot 17/B&C, Sher-E-Bangla Nagar
Administrative Zone, Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh

Tel: + 880 2 55045009
IP Phone: 880 9678777457
Fax: + 880 2 55045010

Web: ilo.org/bangladesh
Facebook: @ilobangladesh
Twitter: @ilobangladesh

Copyright© International Labor Organization 2018